.রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

**নং ১৭(আঃম)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১৩**—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪" এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব (চঃদাঃ)।



মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

# বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪

## ১৮৮৪ সালের ৪ নং আইন

[২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪]

বিস্ফোরক তৈরি, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বিস্ফোরক তৈরি, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রয়োগ।**—(১) এই আইন বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **প্রবর্তন।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

(২) [বাতিল]

৩। [বাতিল]

৪। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "বিস্ফোরক"—

(ক) অর্থ গানপাউডার, নাইট্রোগ্লিসারিন, ডিনামাইট, গানকটন, ব্লাস্টিং পাউডার, পারদ বা অন্যান্য ধাতুর ফালমিনেট, রঙিন আতশবাজি বা উপরোল্লিখিত পদার্থ সদৃশ বা অন্য যে কোন পদার্থ যাহা কার্যকর বিস্ফোরণ ঘটাইবার অথবা আতশবাজি তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা তৈরি করা হয়, এবং

(খ) ফগ-সিগনাল, আতশবাজি, ফিউজ, রকেট, পারকাশন ক্যাপ, ডেটোনেটর, কার্তুজ, যে কোন ধরনের গোলাবারুদ এবং উপরে বর্ণিত বিস্ফোরকের অভিযোজন বা প্রস্তুতিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "তৈরি করা" অর্থে কোন বিস্ফোরকের উপাদান অংশকে পৃথকীকরণ অথবা অন্যভাবে বিভক্ত বা ধ্বংস অথবা অনুপযোগী বিস্ফোরককে ব্যবহার উপযোগী করিবার, এবং কোন বিস্ফোরক পুনরায় তৈরি, পরিবর্তন অথবা সংস্কার করিবার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "নৌযান" অর্থ সকল জাহাজ, নৌকা এবং প্রোপেলার বা দাঁড় দ্বারা বা অন্য কোনভাবে চালিত নৌযান;

(৪) "বাহন" অর্থে যে কোন গাড়ি, ওয়াগন, গরু বা ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাক, স্থলপথে যে কোন উপায়ে চালিত মাল বা যাত্রীবাহী যান অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "মাস্টার" অর্থে কোন জাহাজের চালনা বা দায়িত্বে আপাতত নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি (পাইলট বা পোতাশ্রয় মাস্টার ব্যতীত) :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জাহাজের অধীন থাকা নৌকার ক্ষেত্রে মাস্টার বলিতে জাহাজের মাস্টারকে বুঝাইবে।

২[* * *]

**৫। বিস্ফোরক তৈরি, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয় পরিবহন এবং আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্সের অধীন বা লাইসেন্সের শর্ত অনুসরণ ব্যতিরেকে, বিস্ফোরক বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির বিস্ফোরক তৈরি, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের যে কোন অংশের জন্য, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।[১]

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) লাইসেন্স মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ;

(খ) লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফি ধার্য করা এবং আবেদনকারী কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য খরচের অর্থ (যদি থাকে);

(গ) লাইসেন্সের জন্য আবেদন পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট যে বিষয়াদি এইরূপ আবেদনে উল্লেখ থাকিবে;

(ঘ) যে ফরমে এবং যে শর্তে এবং যে বিষয়ে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে;

(ঙ) যে মেয়াদের জন্য লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে; এবং

(চ) বিধিমালার প্রয়োগ হইতে যে কোন বিস্ফোরকের, সম্পূর্ণ বা শর্তসাপেক্ষে, অব্যাহতি।

---

১ বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা দফা ৭ বিলুপ্ত।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায়, বিধি ভঙ্গ করিয়া বিস্ফোরক তৈরী, দখল, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন বা আমদানিকারী, অথবা অন্যবিধভাবে বিধি লংঘনকারী, ব্যক্তির উপর দণ্ড আরোপ করা যাইবে:

[১][তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন বিধিমালা দ্বারা আরোপিত দণ্ড হইবে,—

(ক) উক্তরূপভাবে বিস্ফোরক তৈরী, ব্যবহার বা আমদানিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ড, এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড;

(খ) উক্তরূপভাবে কোন বিস্ফোরক বিক্রি বা পরিবহনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদণ্ড এবং (৩০) ত্রিশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড;[২]

(গ) উক্তরূপভাবে কোন বিস্ফোরক দখলকারী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যূন ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড;

(ঘ) অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ড।]

৬। **বিশেষভাবে বিপজ্জনক বিস্ফোরক তৈরী, দখলে রাখা বা আমদানি নিষিদ্ধ করিবার জন সরকারের ক্ষমতা।**—(১) পূর্বোক্ত ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যাবশ্যক মনে করিলে, বিপজ্জনক ধরনের বিস্ফোরক [১][তৈরী, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়] পরিবহন অথবা আমদানি, সম্পূর্ণরূপে বা শর্তসাপেক্ষে, নিষিদ্ধ করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে;

(খ) [২][বাতিল]

---

১ বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৩ অনুযায়ী অনুবিধি প্রতিস্থাপিত।

(২) এই ধারার অধীন যে সকল বিস্ফোরক যাহার আমদানির বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হইয়াছে এবং সাময়িকভাবে শুল্ক সম্পর্কিত আইনে যে সকল দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ বিস্ফোরকবাহী [৩][নৌযান বা বাহন] সংক্রান্ত প্রত্যেক [৪][বন্দর বা সীমান্ত চেকপোস্টের] শুল্ক কর্মকর্তাগণের একই ক্ষমতা থাকিবে এবং সাময়িকভাবে শুল্ক সম্পর্কিত আইন এইরূপ কোন দ্রব্য বহনকারী নৌযান অথবা বাহনের ক্ষেত্রে তদনুসারে প্রযোজ্য হইবে।][৩]

[১][(৩) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপন লংঘন করিয়া বিস্ফোরক তৈরী করেন, দখলে রাখেন, ব্যবহার, বিক্রয়, বা আমদানি করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ডে, এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং জল ও স্থল পথে বিস্ফোরক আমদানির ক্ষেত্রে, জাহাজ বা বাহনের মালিক এবং মাস্টার, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, প্রত্যেকে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডসহ অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ডে এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

৭। **পরিদর্শন, অনুসন্ধান, জব্দ, আটক এবং অপসারণের ক্ষমতা প্রদানের জন্য বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার যে কোন কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদের বিপরীতে ক্ষমতা প্রদান করিয়া, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে:—

(ক) এই আইনের অধীন মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্সের অধীনে কোন স্থান, গাড়ি বা নৌযান যেখানে বিস্ফোরক তৈরী, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন অথবা আমদানি করা হয়, অথবা এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা লংঘন করিয়া কোন বিস্ফোরক তৈরী, দখলে রাখা, ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহন বা আমদানি করা হইয়াছে বা হইতেছে এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এইরূপ কোন স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিবার জন্য;

(খ) উক্ত স্থানে বিস্ফোরক তল্লাশির জন্য;

(গ) উক্ত স্থানে প্রাপ্ত বিস্ফোরকের মূল্য প্রদান করিয়া নমুনা সংগ্রহের জন্য; এবং

(ঘ) উক্ত স্থানে প্রাপ্ত বিস্ফোরকের জব্দ, আটক, অপসারণ এবং, প্রয়োজনবোধে, ধ্বংস করিবার জন্য।[৪]

---

[১] বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৪ (ক) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৪ (খ)(১) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৪ (খ)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৪ (খ)(৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৪ (গ) উপ-ধারা (৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন তল্লাশি সম্পর্কিত বিধানাবলি এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দ্বারা তল্লাশির ক্ষেত্রে, যতদূর প্রয়োগযোগ্য, প্রযোজ্য হইবে।

৮। **দুর্ঘটনার নোটিশ**।—(১) যেক্ষেত্রে বিস্ফোরক তৈরী, মজুদ বা ব্যহার করা হয় এইরূপ কোন স্থানে, অথবা বিস্ফোরক বহন, বোঝাই বা খালাস করা হয় এইরূপ কোন গাড়ি বা নৌযানের মধ্যে বা নিকটে বা উহা হইতে বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যাহাতে মানুষের জীবনহানি বা গুরুতর জখম বা সম্পদের ক্ষতি হয় অথবা অনুরূপ যে কোন ধরণের ক্ষতি বা জখম হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত স্থানের দখলকার, বা নৌযানের মাস্টার বা, ক্ষেত্রমত, গাড়ির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে, উক্ত দুর্ঘটনা এবং উহার ফলে সংঘটিত জীবনহানি বা দৈহিক জখম, যদি ঘটিয়া থাকে, বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে ও নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

[১][(২) উপ-ধারা (১) লংঘন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি দুর্ঘটনায় নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে এবং অনধিক পাঁচ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে এবা অনদায়ে আরও ১ (এক) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং দুর্ঘটনায় যদি জীবনহানি ঘটে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকার অর্থদণ্ডে এবা অনাদায়ে অতিরিক্ত অনধিক দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।]

[২][৯। **দুর্ঘটনার তদন্ত**।—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ৮ এ বর্ণিত কোন দুর্ঘটনা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে, গাড়িতে বা জাহাজে ঘটে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নৌ, সামরিক ব বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে অন অবস্থার প্রেক্ষিতে এইরূপ কোন [৩]দুর্ঘটনা ঘটে, সেইক্ষেত্রে মানবজীবনের হানি হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রে অথবা, [১][মহানগর এলাকায়], [২][পুলিশ কমিশনার] তদন্ত করিবেন, অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে অধঃস্তন কো ম্যাজিস্ট্রেটকে অথবা, ক্ষেত্রমত, [৩][কোন পুলিশ কর্মকর্তা] তদন্ত করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন তদন্তকারী কোন ব্যক্তির ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালে ৫নং আইন) এর অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকিবে এব তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিলে, উক্ত ব্যক্তি ধারা ৭ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অধীন কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তদন্তকারী ব্যক্তিকে দুর্ঘটনার কারণ এবং উহার পরিস্থিতি বর্ণনা করিয় সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

---

১ বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২০নং আইন) এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত

২ বিস্ফোরক (সংশোধন) আইন, ১৯৪৫ (১৯৪৫ সনের ১৮নং আইন) এর ধারা-৯ এবং ৯ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে—

(ক) এই ধারার অধীন তদন্তের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে অনুরূপ কোন তদন্তকালে উপস্থিত থাকিতে বা প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতা প্রদান করা;

(গ) বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে তদন্তে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান করা;

(ঘ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্তে বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন না বা তাহার প্রতিনিধিত্ব করা হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন তাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে মর্মে বিধান রাখা;

(ঙ) যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়ের মধ্যে ধারা ৮ এ উল্লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করা।[৬]

৯ক। **গুরুতর দুর্ঘটনার তদন্ত**।—(১) ধারা ৯ এর অধীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হউক বা না হউক, যেক্ষেত্রে সরকার, ধারা ৮ এ উল্লিখিত দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে অধিকতর আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির তদন্ত করা উচিত মনে করিবে সেইক্ষেত্রে ইহা বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং উক্ত তদন্তে পরামর্শদাতা হিসেবে আইনগত বা বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে সরকার এই ধারার অধীন তদন্তের আদেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে সরকার ধারা ৯ এর অধীন চলমান তদন্তকার্য স্থগিতের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন তদন্ত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে এবং দলিলাদি ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উপস্থাপনে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানি আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে; এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য তলবকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি [১][দণ্ডবিধির ] ধারা ১৭৬ এর বিধান অনুসারে অনুরূপ কার্য করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন তদন্তকারী কোন ব্যক্তি, তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে, ধারা ৭ এর অধীন কোন কর্মকর্তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন তদন্তকারী ব্যক্তি দুর্ঘটনার কারণসমূহ এবং ইহার পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া এবং, তিনি ও কোন পর্যবেক্ষক উপযুক্ত মনে করিলে, মন্তব্যসহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন; এবং সরকার, উপযুক্ত সময় এবং পদ্ধতিতে, এইরূপ প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

(৬) সরকার এই ধারার অধীন তদন্তের কার্যপদ্ধতি পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।[৭]

---

[৬] ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৬৯ নং অধ্যাদেশ ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১] চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

১০। **বিস্ফোরক বাজেয়াপ্তকরণ।**—এই আইনের অধীন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন সেই আদালত বিস্ফোরক, অথবা বিস্ফোরকের উপাদান বা যে উপাদানের (যদি থাকে) কারণে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহার কোন অংশ, উপাদান বা বস্তু উহার আধার (receptacles) বাজেয়াপ্তের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১। **জাহাজ ক্রোক।**—যেক্ষেত্রে জাহাজের্ মালিক বা মাস্টার এই আইনের অধীন উক্ত জাহাজে বা জাহাজের সহিত সংশ্লিষ্টতার কারণে অপরাধ সংঘটনের জন্য বিচারে জরিমানা প্রদানে দণ্ডিত হন, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত জরিমানা প্রদানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে উহার অন্য প্রকার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাহাজ এবং উহাতে স্থিত কপিকল, পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র অথবা, উহার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **প্ররোচনা ও চেষ্টা।**—যদি কোন ব্যক্তি, [১][দণ্ডবিধি] এর সংজ্ঞায়িত অর্থে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন অপরাধে প্ররোচনা করেন বা এইরূপ অপরাধ করিবার চেষ্টা করেন এবং এইরূপ চেষ্টায় কোন কার্য করেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপভাবে দণ্ডিত হইবেন যেন তিনি স্বয়ং অপরাধটি করিয়াছেন।

১৩। **গুরুতর অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিগণকে পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা।**—কোন ব্যক্তিকে এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন শাস্তিযোগ্য কোন কার্য সংঘটন করিতে দেখা গেলে এবং উক্ত কার্যের ফলে যে স্থানে বিস্ফোরক তৈরি বা মজুদ করা হয় উক্ত স্থানে অথবা কোন রেলপথে অথবা বন্দরে কোন গাড়িতে, জাহাজে বা নৌকায় বিস্ফোরণ ব অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটিলে, উক্ত ব্যক্তিকে, পরোয়ানা ব্যতীত, কোন পুলিশ কর্মকর্তা দ্বারা উক্ত স্থানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা তাহার ভৃত্য বা মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অথবা রেল প্রশাসন বা বন্দর সংরক্ষকের কোন প্রতিনিধি বা কর্মচারী দ্বারা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি দ্বারা গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে, এবং তাহাকে যে স্থানে গ্রেফতার করা হয় উক্ত স্থান হইতে অপসারণ এবং, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নেওয়া যাইতে পারে।

---

১ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১০। **বিস্ফোরক বাজেয়াপ্তকরণ।**—এই আইনের অধীন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি যে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন সেই আদালত বিস্ফোরক, অথবা বিস্ফোরকের উপাদান বা যে উপাদানের (যদি থাকে) কারণে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহার কোন অংশ, উপাদান বা বস্তু উহার আধার (receptacles) বাজেয়াপ্তের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১১। **জাহাজ ক্রোক।**—যেক্ষেত্রে জাহাজের্ মালিক বা মাস্টার এই আইনের অধীন উক্ত জাহাজে বা জাহাজের সহিত সংশ্লিষ্টতার কারণে অপরাধ সংঘটনের জন্য বিচারে জরিমানা প্রদানে দণ্ডিত হন, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত জরিমানা প্রদানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে উহার অন্য প্রকার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাহাজ এবং উহাতে স্থিত কপিকল, পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র অথবা, উহার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **প্ররোচনা ও চেষ্টা।**—যদি কোন ব্যক্তি, [১][দণ্ডবিধি] এর সংজ্ঞায়িত অর্থে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন অপরাধে প্ররোচনা করেন বা এইরূপ অপরাধ করিবার চেষ্টা করেন এবং এইরূপ চেষ্টায় কোন কার্য করেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপভাবে দণ্ডিত হইবেন যেন তিনি স্বয়ং অপরাধটি করিয়াছেন।

১৩। **গুরুতর অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তিগণকে পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা।**—কোন ব্যক্তিকে এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন শাস্তিযোগ্য কোন কার্য সংঘটন করিতে দেখা গেলে এবং উক্ত কার্যের ফলে যে স্থানে বিস্ফোরক তৈরি বা মজুদ করা হয় উক্ত স্থানে অথবা কোন রেলপথে অথবা বন্দরে কোন গাড়িতে, জাহাজে বা নৌকায় বিস্ফোরণ বা অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটিলে, উক্ত ব্যক্তিকে, পরোয়ানা ব্যতীত, কোন পুলিশ কর্মকর্তা দ্বারা উক্ত স্থানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা তাহার ভৃত্য বা মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অথবা রেল প্রশাসন বা বন্দর সংরক্ষকের কোন প্রতিনিধি বা কর্মচারী দ্বারা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি দ্বারা গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে, এবং তাহাকে যে স্থানে গ্রেফতার করা হয় উক্ত স্থান হইতে অপসারণ এবং, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নেওয়া যাইতে পারে।

---

১ বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৪। **ব্যতিক্রম এবং অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**।—(১) কোন বিস্ফোরক তৈরি করিবার, দখলে রাখিবার, ব্যবহার, পরিবহন বা আমদানি করিবার ক্ষেত্রে, ধারা ৮, ৯ এবং ৯(ক) ব্যতীত এই আইনের কোন বিধানই প্রযোজ্য হইবে না।[৮]—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার বা প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে;

(খ) এই আইন কার্যকর করিবার জন্য সরকারের অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে;

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল বা কোন বিধানাবলি হইতে কোন বিস্ফোরককে সম্পূর্ণভাবে অথবা যেরূপ মনে করিবে সেইরূপ কোন শর্ত সাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। **১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের হেফাজত**।—এই আইনের কোন বিধানই অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ এর বিধানাবলিকে খর্ব করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বিস্ফোরক তৈরি করিবার, দখলে রাখিবার, বিক্রয়, পরিবহন বা আমদানি করিবার জন্য এই আইনের অধীন লাইসেন্স মঞ্জুরকারী কোন কর্তৃপক্ষ, যে বিধিমালা অনুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় উক্ত বিধিমালা দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত আইনের অধীন লাইসেন্স মঞ্জুর হওয়ার ন্যায় কার্যকর হইবে মর্মে লাইসেন্সে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **অন্য আইনের অধীন দায় সম্পর্কে ব্যতিক্রম**।—এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা, এই আইন বা বিধিমালার পরিপন্থী অপরাধ সংঘটিত হইলে, এইরূপ কোন কার্য বা বিচ্যুতির জন্য অন্য আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন হইতে অথবা এই আইনে বা উক্ত বিধিমালার নির্ধারিত শাস্তি বা জরিমানা অপেক্ষা, অন্য আইনে অন্য প্রকার বা উচ্চতর শাস্তি বা জরিমানার দায় হইতে রক্ষা করিবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কেহই একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি ভোগ করিবে না।

১৭। **অন্য বিস্ফোরক উপাদানসমূহে "বিস্ফোরক" এর সংজ্ঞায় ব্যাপ্তি**।—সরকার, সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারের নিকট কোন উপাদান বিস্ফোরক দ্রব্য হওয়ার কারণে অথবা উৎপাদন পদ্ধতি বিস্ফোরণের জন্য দায়ী হওয়ার কারণে উহা জীবন বা সম্পত্তির জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক প্রতীয়মান হইলে উক্ত উপাদান এই আইনের অর্থে বিস্ফোরক বিবেচিত হইবে মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে; এবং (প্রজ্ঞাপনে এইরূপ ব্যক্তিক্রম, সীমাবদ্ধতা এবং বিধিনিষেধ উল্লেখ সাপেক্ষে) উক্ত পদার্থ এই আইনে "বিস্ফোরক" শব্দের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে গণ্য করিয়া এই আইনের বিধানাবলি একই পদ্ধতিতে উক্ত 'উপাদানে' ব্যপ্ত হইবে।

---

[৮] বাংলাদেশ লজ (রিভিশন এন্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর তফসিল ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৮। বিধিমালার প্রকাশনা এবং অনুমোদনের পদ্ধতি।—(১) এই আইনের অধীন বিধিমালা প্রণয়নকারী কোন কর্তৃপক্ষ, বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে এইরূপ ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রকাশ করিবে।

(২) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশনা করিবে।

(৩) যে তারিখে অথবা যে তারিখের পর খসড়া বিবেচনায় গ্রহণ করা হইবে উক্ত তারিখ উল্লেখ করিয়া খসড়ার সহিত একটি নোটিশ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) বিধিমালা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত তারিখের পূর্বে খসড়া সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত কোন আপত্তি বা প্রস্তাব গ্রহণ এবং বিবেচনা করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

(৬) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, উহা যথার্থ প্রণীত হইয়াছে এবং, অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে, যথার্থ অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে, চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৭) এই আইন দ্বারা বিধিমালা প্রণয়ন করিবার সকল ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, সময় সময় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd